ভারতের সুপ্রিম কোর্টের
দেওয়ানী আপিল এক্তিয়ার

সিভিল আপীল নং (এস)।২০১১ সালের ৯৮৬

ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য

.....আবেদনকারী (গণ)

বনাম

এ বি পি প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যজন।

প্রতিবাদী (গণ)

রায়

এস. রবীন্দ্র ভট্ট, জে.

১. এই দেওয়ানি আপীল কলিকাতা হাইকোর্টের একটি রায়ের বিরুদ্ধে করা হয়েছে, যেখানে শুল্ক সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

২. এবিপি প্রাইভেট লিমিটেড (অ্যাসেসমেন্ট/রেসপন্ডেন্ট) ২০০৩-এর অক্টোবরে এক সেট হাই স্পিড কোল্ড সেট (ইউনিভার্সাল ৭০) ওয়েব অফসেট প্রিন্টিং মেশিন এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী আমদানি করে এবং ২০০৩-এর ২৮ মে তারিখের বিজ্ঞপ্তির উপর ভিত্তি করে শুল্ক প্রদান থেকে অব্যাহতি দাবি করে। প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে ডিজিটালি শুল্ক আরোপের কথা বলা হয়েছে। প্রতি ঘন্টায় ন্যূনতম ৭০ হাজার কপি গতিসম্পন্ন হাইস্পিড কোল্ড-সেট ওয়েব অফসেট রোটারি প্রিন্টিং মেশিন (আমদানির ক্ষেত্রে) ৫ শতাংশ হারে ছাড় দেওয়া হবে।প্রথম বিজ্ঞপ্তির ওপর নির্ভর করে করদাতারা আমদানি করা মেশিন কেনার জন্য অপরিবর্তনীয় ঋণপত্র ইস্যু করেন।এই প্রথম বিজ্ঞপ্তিটি পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার ১১ই নভেম্বর, ২০০৩৪ তারিখে এক নতুন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশোধন করে("সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি")।সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে প্রতি ঘন্টায় ন্যূনতম ৭০, ০০০ কপি গতিতে হাই স্পিড কোল্ড-সেট ওয়েব অফসেট রোটারি প্রিন্টিং মেশিন থেকে ছাড় পেয়ে প্রতি ঘন্টায় ন্যূনতম ৭০, ০০০ কপি গতিতে হাই স্পিড কোল্ড সেট রোটারি ডাবল উইথ ফোর প্লেট ওয়াইড প্রিন্টিং মেশিনে পরিণত হয়েছে।

৩. ০৯. ০২. ২০০৪ তারিখে করদাতারা প্রথম বিজ্ঞপ্তির আওতায় ৫ শতাংশ ছাড়ের সুবিধা পাওয়ার জন্য একটি বিল অফ এন্ট্রি দাখিল করেন।তবে, সংশোধিত বিজ্ঞপ্তির কারণে করদাতা প্রথম বিজ্ঞপ্তির আওতায় পূর্বে প্রাপ্ত ছাড়ের সুবিধার জন্য অযোগ্য ছিলেন এবং আমদানিকৃত মেশিনের মূল্যের ৩৯. ২ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক দিতে বাধ্য ছিলেন যার পরিমাণ ১, ৯২, ৫৪, ৩১৮ টাকা।১৯৬২ সালের শুল্ক আইনের ২৫ (১) ধারার বাইরে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিটি ঘোষণা এবংর জন্য অ্যাসেসি হাইকোর্টে একটি রিট দায়ের করেন। ১৮. ০৩. ২০০৪ তারিখে একজন বিচারক ১, ৬৭, ৯৮, ৪১০ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টির বিনিময়ে রেয়াতি হারে শুল্কহার পরিশোধ করে আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি সাময়িকভাবে খালাস করার নির্দেশ দেন।

৪।২০০৫ সালের ৫ ডিসেম্বর এক বিচারপতির বেঞ্চ সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল করে দেয় এই বলে যে, এক ধরনের যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া এবং অন্য ধরনের যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ছাড় প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে কোনও সুস্পষ্ট পার্থক্য নেই।তাই আদালত নির্দেশ দিয়েছে যে, করদাতার আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হোক।একক বিচারপতির বেঞ্চের রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে ইউনিয়ন হাইকোর্টের বিভাগীয় বেঞ্চে আপিল করার সিদ্ধান্ত নেয়।ইউনিয়ন যুক্তি দেখিয়েছে যে ছাড়ের অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতার মধ্যে ইতিমধ্যে দেওয়া যে কোনও ছাড়ের সংশোধন বা পরিবর্তনেরও ক্ষমতা রয়েছে এবং এটি আইনসভার ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে।ইউনিয়ন আরও বিভাগীয় বেঞ্চের সামনে যুক্তি দিয়েছিল যে বিষয়টি অর্থনৈতিক নীতির সাথে জড়িত যার উপর আইনসভার একচেটিয়া অধিকার রয়েছে।

৫।হাইকোর্ট তার রায় দ্বারা একক বিচারকের বেঞ্চের রায় ও আদেশ বহাল রেখেছে।হাইকোর্ট পর্যবেক্ষণ করেছে যে আমদানিকৃত যন্ত্রটি প্রাসঙ্গিক সময়ে দেশের কোনও অংশে তৈরি হয়নি বা দেশীয় নির্মাতাদের কাছ থেকে কোনও অনুলিপি পাওয়া যায়নি। আমদানিকৃত মেশিনকে প্রদত্ত ছাড়ের বিষয়ে প্রশ্ন তুলে আমদানিকৃত মেশিনকে প্রদত্ত ছাড়ের বিষয়টি রাজস্বের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

৬. হাইকোর্ট ইউনিয়নের হলফনামার উপর নির্ভর করে যেখানে বলা হয়েছিল যে আমদানিকৃত যন্ত্রের কোনও দেশীয় দিশা নেই।হাইকোর্ট ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস নিউজপেপার্স বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার (এখন থেকে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস নিউজপেপার্স) মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এবং পর্যবেক্ষণ করে যে আইনের ২৫ (১) ধারা অনুযায়ী সরকারের পদক্ষেপগুলি বিচার বিভাগীয় তদন্ত থেকে মুক্ত নয় এবং জনস্বার্থের স্বার্থে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে।আমদানিকৃত মেশিন এবং নতুন অব্যাহতিপ্রাপ্ত মেশিনের মধ্যে কোন বোধগম্য পার্থক্যের অনুপস্থিতিতে (যেহেতু উভয়ের উৎপাদন ক্ষমতা একই এবং তাদের কোনটিই দেশে তৈরি হয়নি) জনস্বার্থ রক্ষায় অব্যাহতির কোন কারণ নেই।

৭. হাইকোর্ট আরও উল্লেখ করেছে যে, সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত উচ্চতর ট্যারিফের পরিবর্তে আমদানিকৃত পণ্যের ওপর প্রদত্ত রেয়াতি শুল্ক হারের সুবিধা পাওয়ার দাবি জানাতে পারবেন করদাতা।ইউনিয়ন এই আদেশে ক্ষুব্ধ এবং এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে।

।।

৮. মিস্টার এন ভেঙ্কটরামন, অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল ফর দ্য ইউনিয়ন (এরপরে, এএসজি) দাখিল করেন যে এই আদেশটি আইনের ২৫ (১) ধারার অধীনে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য সরকারের মৌলিক ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে, যা ভবিষ্যতে তাদের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। এএসজি আরও জানিয়েছে যে, করদাতারা কোনও পণ্যের ক্ষেত্রে ছাড় বা ছাড়ের দাবি করতে পারেন না, কারণ এটি সরকারের নীতির আওতায় পড়ে।

৯.বিজ্ঞ আইনজীবী আরও জানান, সংশোধিত বিজ্ঞপ্তির আওতায় যে সমস্ত পণ্যকে ছাড় দেওয়া হয়েছে, সেগুলি দেশের শিল্প ক্ষেত্রের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও আধুনিকীকরণের সঙ্গে যুক্ত এবং এইভাবে সংশোধিত প্রজ্ঞাপনে "জনস্বার্থ" এর উপাদানটি নিহিত রয়েছে।

১০. বিজ্ঞ এএসজি সাধারণ ধারা আইন, ১৮৯৭-এর ২১ ধারার উপর নির্ভর করে যুক্তি দেখান যে, একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করার জন্য ইউনিয়নের ক্ষমতার মধ্যে তা প্রত্যাহারের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।১৮৯৭ সালের জেনারেল ক্লজ অ্যাক্টের ২১ নম্বর ধারা নিম্নরূপ:

> "২১। যে কোন ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি, আদেশ, বিধি বা উপ-বিধির সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করার ক্ষমতা।কেন্দ্রীয় আইন বা নিয়মাবলীর আওতায় আদেশ, বিধি বা উপ-আইনগুলি জারি করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে, ঐ ক্ষমতাগুলির মধ্যে রয়েছে – একই পদ্ধতিতে এবং একই ধরনের অনুমোদন ও শর্ত সাপেক্ষে (যদি থাকে) যে কোনও (বিজ্ঞপ্তি), আদেশ, বিধি বা উপ-আইনগুলির সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করার ক্ষমতা।

১১. বিজ্ঞ আইনজীবি আরও বলেন যে, দেশে উৎপাদিত একক প্রস্থের দুটি প্লেট মেশিনকে ছাড়ের আওতা থেকে বাদ দেওয়ার যোগ্যতা রয়েছে।এই ধরনের যন্ত্রগুলিকে ছাড় দেওয়ার সুযোগ থেকে বাদ দেওয়ার যুক্তিও ছিল।এছাড়াও, কোল্ড-সেট ওয়েব অফসেট রোটারি ডাবল উইথ ফোর প্লেট ওয়াইড প্রিন্টিং মেশিনের জন্য ছাড় দেওয়া হয়েছিল, যেখানে প্রতি ঘন্টায় কমপক্ষে ৭০, ০০০ কপি গতি থাকবে। তাই দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই মেশিনগুলি এবং দেশীয় উৎপাদকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিনিধিদের কথা বিবেচনা করে (যেমন প্রতি ঘন্টায় ৫০, ০০০ কপি গতির একক প্রস্থ দুটি প্লেট মেশিন) এই জাতীয় একক প্রস্থ দুটি প্লেট মেশিনকে ছাড়ের সুযোগ থেকে বাদ দেওয়া প্রয়োজন ছিল।

।।।

১২. শ্রী কৌশিক মুরালি, আয়ের নির্ধারণকারীর আইনজীবী জানান যে, ইউনিয়ন কোনও যুক্তি ছাড়াই আইনের ২৫ (১) ধারার অধীনে জারি করা প্রথম বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার বা সংশোধন করতে পারে না।এই যুক্তির সমর্থনে, আইনজীবী কাসিক্কা ট্রেডিং অ্যান্ড আনর ভি. ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া (এখন থেকে কাসিক্কা)-এ আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেন এবং অনুরোধ করেন যে যদিও আইনের ২৫ (১) ধারার অধীনে প্রদত্ত একটি ছাড়ের বিজ্ঞপ্তি সংশোধন বা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা

ইউনিয়নের রয়েছে, তবুও ছাড় প্রত্যাহারের যৌক্তিকতার জন্য রাজস্ব দ্বারা প্রদত্ত কারণগুলি অবশ্যই প্রাসঙ্গিক এবং জনস্বার্থে ক্ষমতা প্রয়োগের পক্ষে যথেষ্ট হতে হবে।কাশিঙ্কা (সুপ্রা)-তে এই আদালত মন্তব্য করেছেঃ

> " [..]যে পরিস্থিতিতে প্রাথমিকভাবে এই ছাড়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং যে পরিস্থিতিতে এই ছাড়ের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের প্রয়োজন ছিল, সে সম্পর্কে ভারত সরকার প্রকাশ করেছে।আমাদের মতে, ছাড়ের বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের ন্যায্যতা প্রদানকারী ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার দ্বারা প্রদত্ত কারণগুলি "জনস্বার্থে" ক্ষমতা প্রয়োগের সাথে অপ্রাসঙ্গিক নয়, বা সেই ক্ষমতার প্রয়োগকে সমর্থন করার জন্য অপর্যাপ্ত বলে দেখানো হয় না।[.]"

১৩. এই আইনের ২৫ (১) ধারার আওতায় কেন্দ্রীয় সরকারের ছাড় দেওয়ার বা সংশোধনের ক্ষমতা অবাধ নয় এবং জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে এই বিষয়টি খতিয়ে দেখার দায়িত্ব সরকারের।ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস নিউজপেপার্স (সুপ্রা)-এ এই আদালতের রায়ের উপর ভিত্তি করে যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে আইনের ২৫ (১) ধারার অধীনে শুল্ক প্রদানের ছাড়ের ক্ষমতা কর প্রদানের জন্য প্রদত্ত ক্ষমতা নয় তবে আইনের অধীনে স্পষ্টভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা এবং এইভাবে প্রশাসনিক আইনের নীতিগুলি প্রযোজ্য হবে।

১৪. এছাড়াও, দাই-চি কারকারিয়া লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং ওরস, (এরপরে, দাই-চি কারকারিয়া) এবং এমআরএফ লিমিটেড বনাম "বিক্রয় কর কমিশনার (এখন থেকে," "এমআরএফ লিমিটেড" ") এর পক্ষ থেকে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে বর্তমান মামলায়, প্রথম বিজ্ঞপ্তিটি সংশোধন করার সময়, সরকার আদালতে প্রতিষ্ঠার বোঝা মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে" "জনস্বার্থ" "কী ছিল যা অব্যাহতির পরিমাণ হ্রাস করার জন্য সরকারকে প্রয়োজন ছিল এবং" "জনস্বার্থ" "-কে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রথম বিজ্ঞপ্তিটি প্রত্যাহার/সংশোধন করা হয়েছিল।"বর্তমান ক্ষেত্রে ইউনিয়ন দ্বিগুণ প্রস্থের চার প্লেট বিশিষ্ট রোটারি প্রিন্টিং মেশিন এবং একক প্রস্থের দুই প্লেট বিশিষ্ট রোটারি প্রিন্টিং মেশিনের ক্ষেত্রে শুল্কের ছাড়ের হার সীমাবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে জনস্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে, যদিও উভয় মেশিনের ন্যূনতম গতি ঘন্টায় ৭০, ০০০ কপি। আরও প্রতিবাদীগন যুক্তি দেখানো হয় যে, ১০ [(২০০০) ৪ এসসিসি ৫৭] ১১ (২০০৬) সাপ্লাই ৬ এসসিআর ৪১৭ মেশিনযুক্ত উত্তরদাতাদের দ্বারা আমদানি করা হয়েছিল যা ভারতে তৈরি বা বিক্রি করা হয়নি।অধিকন্তু, আপীলকারীর যুক্তি যে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিটি বেশ কয়েকটি দেশীয় নির্মাতার কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিনিধিত্বের কারণে গ্রহণ করা যায় না কারণ আমদানি করা মেশিনটি একটি বিদেশী দেশ থেকে ক্রয় করা হয়েছিল এবং এটি কোনও দেশীয় নির্মাতার দ্বারা তৈরি বা বিক্রি করা হয়নি।

১৫. শ্রীজি সেলস কর্পোরেশন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং বান্নারি আম্মান সুগার্স বনাম সিটিও ইনস্যুরস লিমিটেডের উপর নির্ভর করে আইনজীবীরা যুক্তি দেখান যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধের নীতিটি সরকারের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য এবং যদিও সরকারেরও তার প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসার অধিকার রয়েছে তবে এটি অবশ্যই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তিকে আগের স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে হবে।বর্তমান ক্ষেত্রে, করদাতারা সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হওয়ার আগে একটি অপরিবর্তনীয় ঋণপত্রের মাধ্যমে ফরাসি সরবরাহকারীকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করেছিলেন এবং সংশোধিত বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার ফলে বর্ধিত সীমাশুল্ক আরোপের ফলে করদাতাদের পক্ষে ঋণপত্র প্রত্যাহার করা এবং স্থিতাবস্থা পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

IV

১৬. পক্ষগুলির যুক্তিতে গুরুত্ব দেওয়ার আগে এটা লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, ২০০৪-এর ২৫ মার্চ কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের রাজস্ব বিভাগের কর গবেষণা ইউনিট ১২ [(১৯৯৭) ৩ এসসিসি ৩৯৮] ১৩ (২০০৪) সাপ ৬ এসসিআর ২৬৪-এ কর ছাড় প্রত্যাহারের যৌক্তিকতা তুলে দিয়ে একটি চিঠি জারি করেছিল।

সেই চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ:

> এই ছাড়ের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য মুদ্রণ যন্ত্রের দেশীয় নির্মাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সংশোধনী আনা হয়েছে।
>
> এর উদ্দেশ্য ছিল নীল সিভিডি এবং নিল এসএডি-র সঙ্গে ৫ শতাংশ ছাড় যুক্ত আমদানি-রপ্তানি শুল্ক কেবল সেই উচ্চ গতির কোল্ড-অফসেট প্রিন্টিং মেশিনগুলিতে সীমাবদ্ধ করা যার কোনও দেশীয় কোণ নেই। '"

হাইকোর্টে (সম্পূরক হলফনামা আকারে) ইউনিয়ন কর্তৃক দাখিল করা রিটার্ন বা জবাব নিম্নরূপ:

> আমি আরও বলছি এবং জমা দিচ্ছি যে জনস্বার্থে রেগুলেশন, নিয়ন্ত্রণ এবং পদোন্নতির উদ্দেশ্যে তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়েছিল।এটা স্পষ্ট যে, প্রথম বিজ্ঞপ্তিটি অনির্দিষ্টকালের জন্য অব্যাহত থাকবে বলে জনসাধারণের কাছে কোনও প্রতিনিধিত্ব ছিল না।প্রত্যর্পণ কর্তৃপক্ষের কর গবেষণা ইউনিট প্রাসঙ্গিক তথ্য ও বাজারের অবস্থা বিবেচনা করে এবং প্রথম বিজ্ঞপ্তিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি জারি করে যে পণ্যের বিবরণ সংশোধন করার জন্য অব্যাহতি প্রতিবাদী হয়েছিল তা রাজস্ব নীতির একটি বিষয় হিসাবে ভবিষ্যৎবাণীমূলকভাবে অনুমোদিত হতে হবে।কর গবেষণা ইউনিটটি কর ছাড়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের বিষয়টি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেছে এবং সেই অনুসারে দ্বিতীয় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।বিজ্ঞপ্তি নং.২১/২০০২-কাস্টমস-এর ক্রমিক নং ২৬৭ এ বিজ্ঞপ্তি নং ১৬৪/২০০২-এর মাধ্যমে সংশোধন করা হয়েছিল-কাস্টমস বিজ্ঞপ্তি নং দ্বারা সংশোধন করা হয়েছিল।১৬৪/২০০৩ সালের ১১ই নভেম্বর তারিখের শুল্ক রেয়াতের সুবিধা শুধুমাত্র 'প্রতি ঘন্টায় ন্যূনতম ৭০, ০০০ কপি গতিসম্পন্ন হাইস্পিড কোল্ড সেট ওয়েব অফসেট রোটারি ফোর প্লেট প্রিন্টিং মেশিন'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য।মুদ্রণ যন্ত্রের দেশীয় নির্মাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বেশ কয়েকটি প্রস্তাব বিবেচনা করে আর্থিক নীতির বিষয়টি বিবেচনা করে এই সংশোধন করা হয়েছে।নীতিমালার বিষয় হিসাবে উদ্দেশ্য ছিল শূন্য সিভিডি এবং নিল এসএডি সহ ৫ শতাংশ ছাড় যুক্ত আমদানি-রপ্তানি শুল্ক কেবল সেই উচ্চ গতির শীতল অফসেট প্রিন্টিং মেশিনগুলিতে সীমাবদ্ধ করা যার কোনও দেশীয় দিশা নেই।এর আগে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই ব্যবস্থা চালু রাখার বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি।অত:পর, আগের বিজ্ঞপ্তিটি আর্থিক পরিস্থিতির যথাযথ বিবেচনার পর সংশোধন করা হয়েছিল যা সুবিধা প্রদানের জন্য বর্ণনার পরিবর্তনের নিশ্চয়তা দেয়।পূর্বের এবং পরবর্তীকালের যন্ত্রপাতির বিবরণ সম্পর্কিত পরিস্থিতি মূল্যায়নের পর জনস্বার্থে এই পরিবর্তন করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

১৭. কেন্দ্রীয় সরকার ইন্ডিয়ান প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং অ্যান্ড অ্যালায়েড মেশিনারি ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (আইপিপিএএমএমএ)-এর কাছ থেকে প্রথম বিজ্ঞপ্তির আওতায় ছাড়ের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন পেয়েছিল, কারণ দেশীয় শিল্পের প্রতি ঘন্টায় ৬০ হাজার কপি পর্যন্ত মেশিন এবং তাপ সেট মেশিন উৎপাদন করার ক্ষমতা ছিল।ওনারা আরও অনুরোধ করেছেন যে এই জাতীয় দেশীয় ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে, একক প্রস্থের দুটি প্লেট ওয়াইড মেশিনে ছাড় দেওয়া উচিত নয় এবং চার প্লেট প্রশস্ত ডাবল প্রস্থ হাই স্পিড অফসেট প্রিন্টিং মেশিনে সীমাবদ্ধ করা উচিত।

১৮. শুনানির সময় করদাতারা অতিরিক্ত হলফনামায় নির্ভরশীলতার বিরোধিতা করেছিলেন এবং বিশেষ করে অফিস স্মারকলিপিতে যুক্তি দিয়েছিলেন যে এই সিদ্ধান্তের পরে প্রদত্ত কারণগুলিতে সংশোধন বিজ্ঞপ্তিকে ন্যায্যতা দেওয়ার ভিত্তি হতে পারে না।

১৯। ইউনিয়ন কর্তৃক তার হলফনামায় যে কারণগুলি দেওয়া হয়েছিল তা আদেশে বিবেচনা করা হয়েছিল, যা সংশোধিত বিজ্ঞপ্তির যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেঃ

> ওপরে যেমন বলা হয়েছে, জনস্বার্থই এই ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে।এই ছাড় প্রত্যাহারের কারণ হিসাবে দেশীয় মুদ্রণ মেশিনগুলির প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে বেশ কয়েকটি উপস্থাপনার ফলে ছাড় প্রত্যাহারের বিষয়টি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না কারণ ভারতীয় পণ্যগুলির ক্ষমতা বা প্রতি ঘন্টায় ৬০, ০০০ কপির বেশি কপি রয়েছে এবং বিদেশী আমদানি করা মেশিনগুলির মতো মুদ্রণের মানের স্বয়ংক্রিয় লেবেলের তুলনা হয় না।

> দেশীয় উৎপাদনকারীদের সুবিধার্থে এই ছাড় প্রত্যাহার করা হয়েছে তা বলা যাবে না।সুতরাং, ছাড় প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল না এবং অনুদান প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে জনস্বার্থের এই অবস্থানটি অবশ্যই পরিচালনা করতে হবে।দুটি মেশিনের মধ্যে খুব কমই পার্থক্য থাকতে পারে, কারণ উভয় মেশিনেই একই প্রযুক্তি ছিল।দুই ধরনের মেশিনের মধ্যে কোন যুক্তিসঙ্গত পার্থক্য করা যায়নি কারণ উভয় মেশিনের উৎপাদন ক্ষমতা একই এবং উভয় মেশিন আমদানি করা হয়েছিল এবং এগুলি দেশে তৈরি করা হয়নি।তাই, আমাদের বিবেচনায় মাননীয় বিচার বিভাগীয় বিচারক এই ছাড়টি প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে জনস্বার্থের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে কোনও বেআইনি কাজ করেননি।

২০. এই আদালতের অভিমত অনুযায়ী, করদাতার অভিমত, কর ছাড়ের অনুমোদন বা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা প্রয়োগ সহ নির্বাহী সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপকে জনস্বার্থে প্রয়োগ করা উচিত।ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস সংবাদপত্রে (সুপ্রা) ১৯ (১) (ক) অনুচ্ছেদের অধীনে বাকস্বাধীনতার লঙ্ঘনের ভিত্তিতে শুল্ক প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তির প্রসঙ্গে এই আদালত বলেছেঃ

> "১৮। যেসব ক্ষেত্রে সরকারের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা জনস্বার্থে প্রয়োগ করতে হয়, সেক্ষেত্রে আদালত সরকারকে সংবিধানের মর্ম অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গতভাবে সেই ক্ষমতা প্রয়োগের নির্দেশ দিতে পারে।কাস্টমস অ্যাক্ট,১৯৬২-এর ধারা ২৫ (১) এর অধীনে জারি করা একটি প্রজ্ঞাপনের ১৫৯ ধারার অধীনে সংসদে পেশ করা প্রয়োজন তা আদালতের বৈধতা ঘোষণা করার এখতিয়ারের ক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য করে না। "

আদালত পরে আরও বলেছেঃ

> "১৯।'১৯৬২-র শুল্ক আইনের ২৫ নম্বর ধারায় জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে সমগ্র বিষয়টি খতিয়ে দেখার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে।এতে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে প্রয়োজন বলে যদি কেন্দ্রীয় সরকার সন্তুষ্ট হয়, তা হলে সাধারণভাবে সম্পূর্ণ বা এই ধরনের শর্তাবলী সাপেক্ষে সম্পূর্ণ বা তার ওপর ধার্য সীমাশুল্কের যে কোনও অংশ থেকে ছাড় দেওয়া যেতে পারে।জনস্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ব্যতিক্রমী প্রকৃতির পরিস্থিতিতে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ আদেশের মাধ্যমে শুল্ক প্রদান থেকে ছাড় দেওয়া হয়েছে, তা হলে যে কোনও পণ্যের ওপর শুল্ক ধার্য করা যেতে পারে। ১৯৬২-র শুল্ক আইনের ২৫ নম্বর ধারার আওতায় যে ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়, তা নিঃসন্দেহে বিবেচনা যোগ্য কিন্তু এটা সীমাবদ্ধ নয়

২১. আদালত অবশ্য প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল করেনি, তবে রেকর্ড করেছে যে সরকার প্রত্যাহারের প্রভাব, সংবাদপত্র প্রকাশকদের উপর এবং এটি কীভাবে বাক স্বাধীনতার অনুশীলনকে প্রভাবিত করবে তা বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে।সুতরাং, আদালত সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করে বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে।দাই-ইচি কারকরিয়ায় (সুপ্রা), একটি শুল্ক বিজ্ঞপ্তি যা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ৭৫% থেকে ২৫% ছাড় কমিয়েছে (৩০-১২-১৯৮৬ থেকে ১০-৯-১৯৮৭) অন্যায্য বলে ধরা হয়েছিল কারণ নির্বাহী "বিবেচনা করা হয়নি" সমস্ত প্রাসঙ্গিক কারণগুলি বাতিল করা বিজ্ঞপ্তিগুলি জারি করার সময় পূর্বোক্ত সময়ের জন্য ছাড়কে ২৫% কমিয়ে "এবং" বাতিল বিজ্ঞপ্তিগুলি জারি করার সময় তার বিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা পালনে ব্যর্থ হয়েছেযে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

২২. কাশিঙ্কা (সুপ্রা)-তে আদালত আবার আইনের ২৫ ধারার অধীনে ক্ষমতা এবং অনুমোদন বা অব্যাহতি প্রত্যাহারের বৈধতা বর্ণনা করে বলেছেঃ

> '' [..]"জনস্বার্থে" অব্যাহতি প্রত্যাহার করা একটি নীতির বিষয় এবং আদালত সরকারকে তার নীতিগত সিদ্ধান্তে সব সময়ের জন্য আবদ্ধ করবে না, সরকারের সন্তুষ্টি নির্বিশেষে যে নীতিতে পরিবর্তন করা প্রয়োজন ছিল জনস্বার্থ আদালত, যেখানে সরকার জনস্বার্থে কাজ করে এবং জালিয়াতি বা সততার অভাবও কম বলে অভিযোগ করা হয়, সেখানে রাজস্বনীতিতে হস্তক্ষেপ করে না।

আইনের ২৫ (১) ধারার অধীনে অব্যাহতি বিজ্ঞপ্তি জারি বা সংশোধন বা প্রত্যাহার করার সময় অর্থের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং জনস্বার্থে কাজ করার জন্য সরকারকে স্বাধীন থাকতে হবে। এটিতে কোন জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে আইনের ধারা ২৫ (১) এর অধীনে অব্যাহতির ক্ষমতা আইনসভা দ্বারা সরকারকে দেওয়া হয়েছে যাতে এটি দেশের শিল্প ও শিল্প উত্পাদনগুলিকে নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রচার করতে সক্ষম হয়। যে ক্ষেত্রে সরকার, তার সম্মুখে উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে, সততার সাথে এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অব্যাহতি প্রদান করে বা ইতিমধ্যে প্রদত্ত অব্যাহতি প্রত্যাহার, সংশোধন বা বাতিলের মাধ্যমে জনস্বার্থ রক্ষা করা হবে, সে ক্ষেত্রে তাকে তা করার স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।১৯৭৯ সালের ৬৬ নং বিজ্ঞপ্তি ৩১-৩-১৯৮১ সালের আগে প্রত্যাহার করা যাবে না বলে আমরা আবেদনকারীদের বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে একমত হতে পারছি না।প্রথমত, এই আইনের ২৫ (১) ধারার আওতায় যে ছাড় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে, জনস্বার্থের প্রয়োজনে তা যে কোনও সময় বাতিল বা সংশোধন করা যেতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, জনস্বার্থের বাধ্যবাধকতা ৩১-৩-১৯৮১ তারিখের আগে পরিস্থিতির পরিবর্তনের বিষয়ে সরকার যদি সন্তুষ্ট হয়, তা হলে তা স্থগিত করা যাবে না।যেহেতু, বর্তমান মামলায় সরকার সন্তুষ্ট ছিল যে জনস্বার্থ যা সীমাশুল্ক প্রদান থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতির দাবি করেছিল তা এখন দাবি করে যে ছাড় প্রত্যাহার করা উচিত, তাই তারা যেভাবে কাজ করেছে সেভাবে কাজ করার জন্য মুক্ত ছিল।এটি একটি নোটিশ বহন করবে যে যদিও ১৯৭৯ সালের প্রজ্ঞাপন নং ৬৬ প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র ৩১-৩-১৯৭৯ পর্যন্ত বৈধ ছিল কিন্তু সেই তারিখটি "জনস্বার্থে" বাড়ানো হয়েছিল, আমরা জনস্বার্থে এটি হ্রাস করার কোন কারণ দেখি না।ব্যক্তিগত স্বার্থকে অবশ্যই সামাজিক স্বার্থের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

২৩. বান্নারি আম্মান সুগারস লিমিটেডে (সুপ্রা) আদালত রায় দেয় যে, ছাড় পাওয়া ব্যক্তি কর ধারণের অধিকার অর্জন করতে পারেন না।যদি কোনও ছাড় দেওয়া হয় তবে তা যে কোনও সময় প্রত্যাহার করা যেতে পারে এবং তা প্রত্যাহারের আগে কোনও সময়সীমা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।এই আদালত এও বলেছে যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধক কেবল তখনই প্রয়োগ করা যেতে পারে যদি সরকার প্রদত্ত প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ছাড় পাওয়ার জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৪. এই আদালতের মতে, এম আর এফ লিমিটেডের (পূর্বোক্ত) উপমূল্যায়নকারীর নির্ভরতা ভিত্তিহীন। এই আদালত একটি সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্ববর্তীভাবে কার্যকর, অব্যাহতি প্রত্যাখ্যানকে একতরফা বলে রায় দিয়েছে এবং এম এম নাগালিঙ্গম নাদার সন্স বনাম কেরালা রাজ্য মামলায় কেরালা হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত হয়েছে, যেখানে এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল যে:

'' [..]এমনকি, পূর্ববর্তী প্রভাবে কোনও কর আরোপের ক্ষমতা সরকারেরও নেই।(৩) উপ-ধারা (৩) এর অধীন সরকারের কোন ক্ষমতা না থাকলে, অতীতের কোন তারিখ হতে অব্যাহতি বাতিল/প্রত্যাহার বা হার হ্রাসের অর্থ কোন কর বা উচ্চতর হারে কর ধার্য করা।[...].]"

২৫. মহাবীর ভেজিটেবল অয়েলস্ (পি) লিমিটেডের মামলায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।হরিয়ানা রাজ্য এমআরএফ লিমিটেডের (উপরোক্ত) মতই, যা একবার দেওয়া সুবিধাগুলি অতীতের কোনও আইন বা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রত্যাহার করা যাবে না।এই আদালতের মতামত অনুযায়ী, এই সিদ্ধান্তগুলি একটি ভিন্ন ধাপে দাঁড়িয়েছে, কারণ এগুলি মূলত বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগের সাথে জড়িত, যেমন প্রত্যাহার, এমনভাবে যা অত্যন্ত কুসংস্কারমূলক বা অযৌক্তিক প্রভাব ফেলে, যা কার্যকরভাবে অতীতপ্রভাবী।

২৬।যতদূর প্রমিসরি এস্টোপেলের প্রশ্নটি আছে, প্রশান্তি মেডিকেল সার্ভিসেস অ্যান্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন বনাম ইন্ডিয়া'৭-এ এই আদালতের একটি সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত বিষয়টিকে সঠিক দৃষ্টিকোণে রেখেছে, যখন এটি পর্যবেক্ষণ করেছে যে:

"২৬। [..](ক) কোন করদাতাকে তার আইনগত ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধক প্রদান করা যাবে না এবং কোন করদাতাকে কোন কর ছাড় প্রদানের ক্ষেত্রে কোন অর্পিত অধিকার প্রদান করা যাবে না.অন্য কথায়, এই আইনের ৩৫-এসি ধারায় উপ-ধারা (৭) অন্তর্ভুক্তির সময় যেমন আইনি ক্ষমতা প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধক স্থাপনের কোনও অধিকার আবেদনকারী বা করদাতার নেই (দেখুন মোতিলাল পদমপত সুগার মিলস কোম্পানি লিমিটেড)।উত্তর প্রদেশ রাজ্য,

(১৯৭৯) ২ এস সি সি ৪০৯) এবং অন্যান্য মামলা যার উপর নির্ভর করেছেন প্রতিবাদী রাজস্বের পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী)।এটি আরও বেশি প্রযোজ্য যখন আমরা দেখি যে এই উপ-ধারাটি আবেদনকারীর জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য করা হয়েছিল।

২৭. বর্তমান ক্ষেত্রে, যে অধ্যক্ষ বা একমাত্র ভিত্তি হাইকোর্টকে সংশোধিত বিজ্ঞপ্তিটি বাতিল করতে রাজি করিয়েছিল তা হ 'ল ছাড় প্রত্যাহারের বিষয়টি দেশীয় নির্মাতাদের সুবিধার্থে বলা যাবে না।আরও বলা হয়েছিল যে, "তাই ছাড় প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গি যুক্তিযুক্ত নয়" এবং তাই, "জনস্বার্থ যা অনুদান প্রদান বা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই পরিচালনা করতে হবে" তা নষ্ট হয়ে যায়।"তৃতীয় কারণটি ছিল যে দুটি ধরনের মেশিনের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না কারণ উভয়েরই একই প্রযুক্তি ছিল।"

২৮. একবার এটি স্বীকৃত হয়ে গেলে যে এটি কার্যনির্বাহী বিভাগের একচেটিয়া ডোমেইন, আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলিতে শ্রেণিবিন্যাসের প্রকৃতি নির্ধারণ করার জন্য, আরোপিত করের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য এবং ছাড় প্রদান, প্রত্যাখ্যান বা সংশোধনের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি নির্ধারণের জন্য আদালতের ভূমিকা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।যদি এই সিদ্ধান্তের পেছনে কোনো কারণ থাকে, যা যুক্তিসঙ্গত এবং মামলার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বৈধতা এবং সিদ্ধান্তের সদিচ্ছার বিষয়টিও বিবেচনা করা যেতে পারে।বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার জন্য প্রজ্ঞা বা অজ্ঞানতা এবং যুক্তিসঙ্গততা বা তাদের পর্যাপ্ততা যথাযথ বিষয় হতে পারে না।বর্তমান মামলায়, এই রায় কার্যত সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক পদক্ষেপের [বিবেক নারায়ণ শর্মা (বিমুদ্রাকরণ মামলা-৫ জে) বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া] একটি মেধা পর্যালোচনা করেছে।

অর্থনৈতিক নীতির উদ্দেশ্য, ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিশ্লেষণ করা সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়।

২৯. এই আদালতের অভিমত, হাইকোর্ট, আপিল রায়ের মাধ্যমে, সংশোধনী বিজ্ঞপ্তিটি জারি করতে কার্যনির্বাহী সরকারকে পরিচালিত করার কারণগুলির গুণাগুণ বিচার করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে।কোন অসৎ উদ্দেশ্য বা পরোক্ষ বিবেচনার আবেদন করা হয়নি বা জোর দেওয়া হয়নি যে ক্ষমতার প্রয়োগ এই আইনের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। দেশীয় দৃষ্টিকোণ, যেমন সরঞ্জামের প্রাপ্যতা, অপ্রাসঙ্গিক বিষয় বা বিবেচনা হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না, যেহেতু দেশে উৎপাদিত পণ্যগুলির অনুরূপ একটি শ্রেণিকে ছাড় দেওয়া হয়, এবং এই ধরনের নির্মাতা বা উৎপাদকের উপর এর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব প্রাসঙ্গিক এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩০. উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, এটি বলা হয়েছে যে আখ্যায়িত রায়টি গ্রহনযোগ্য হতে পারে না, এটি তদনুসারে বাতিল করা হয়।খরচের নির্দেশ ছাড়াই আপিলের অনুমতি দেওয়া হয়।

বিচারপতি [এস রবীন্দ্র ভাট]

বিচারপতি [দীপঙ্কর দত্ত]

নতুন দিল্লি, ১২ মে, ২০২৩।

আদালত নং ১২

ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট

প্রক্রিয়ার রেকর্ড

সিভিল আপীল নং (গুলি).৯৮৬/২০১১ ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্য।

আবেদনকারী (গণ)

বনাম

এ. বি. পি প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্য।

প্রতিবাদী (গুলি)

[মাননীয় এস রবীন্দ্র ভট্ট এবং মাননীয় দীপঙ্কর দত্ত, বিচারপতি র দ্বারা শুনানি হল.....]

তারিখঃ১২-০৫-২০২৩ এই আবেদনটি আজ শুনানির জন্য আহ্বান করা হয়েছিল।

আবেদনকারীদের জন্য শ্রী মুকেশ কুমার মারোরিয়া, এওর

প্রতিবাদীদের পক্ষে মেসার্স কারঞ্জাওয়ালা অ্যান্ড কোং, এওআর

শুনে ইউপিওন আদালত নিম্নলিখিত করেছেন

মাননীয় বিচারপতি এস রবীন্দ্র ভাট হিজ লর্ডশিপ এবং মাননীয় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চের প্রতিবেদনযোগ্য রায় ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত রিপোর্টেবল রায়ের ভিত্তিতে খরচের আদেশ ছাড়াই আপীল করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বকেয়া আবেদনগুলি, যদি থাকে, নিষ্পত্তি করা হয়।

(হর্ষিতা উপ্পল)

সিনিয়র পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট

(ম্যাথু আব্রাহাম)

কোর্ট মাস্টার (এনএসএইচ)

(মূল স্বাক্ষরিত 'রিপোর্টেবল জাজমেন্ট' ফাইলটিতে রাখা হল)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.